দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 05 APR 1990
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২

৭৬

৩৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন সংকট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ প্রশ্নে শিক্ষকদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। গত ১লা এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক তলবী সভায় উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞার নিয়োগ প্রত্যাহার দাবী করা হয়। এই নিয়োগ দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর ১১নং ধারা লংঘিত হয়েছে বলে তলবী সভা আহ্বানকারী শিক্ষকদের অভিযোগ। অন্যদিকে শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মত, উক্ত আদেশের ১১ (২) ধারা অনুযায়ী এই নিয়োগ বিধিসম্মত। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার মুখে এই বাদ-প্রতিবাদ এক নতুন সংকট সৃষ্টি করেছে।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গত কয়েক বছরে বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থেকেছে। শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়েছে। এমনিতেই রয়েছে সেশনজট ও অন্যান্য উপসর্গ। এর উপর যখন সংঘর্ষ ও প্রাণহানি ঘটে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়, তখন তা সকল মহলেরই উদ্বেগের কারণ হয়। দ্রুত শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে এনে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবী করা হয়। এবারও করা হয়েছে।

কিন্তু এরই মধ্যে পূর্বতন উপাচার্য পদত্যাগ করেন। শূন্যপদে চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞাকে নতুন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করেন। নতুন উপাচার্য কাজ শুরু করেছেন। হলগুলো খোলার ব্যবস্থা হয়েছে। ৭ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রস্তুতি রয়েছে। সকলেরই প্রত্যাশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্লাশ শুরু হোক। দেশের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে শিক্ষার নির্বিঘ্ন পরিবেশ অক্ষুন্ন থাকুক। কিন্তু এই নির্বিরোধ প্রত্যাশা প্রশ্নাতীত থাকতে পারছে না উদ্ভূত বিতর্কের দরুন। পূর্বের ভিসি'র মেয়াদকাল স্বাভাবিক ধারায় পূর্ণ হতো আর তিনমাস পর। ফলে তাঁর পদত্যাগে সৃষ্ট শূন্যপদের মেয়াদ তিনমাস বলে ধরে নেয়া যায়। তাই এই শূন্যপদে নিয়োগও সাময়িক বা অস্থায়ীরূপে গণ্য হতে পারে, নিয়োগপত্রে তাঁকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বলে উল্লেখ করা হোক বা না হোক। নবনিযুক্ত ভিসিও তাই বলেছেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে এ কারণে যে, নতুন উপাচার্যের কার্যকালের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি। বলা হয়েছে 'পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত'। এতে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে যে পূর্বতন উপাচার্যের মেয়াদের অবশিষ্ট কাল পার হওয়ার পরও তাঁকে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হবে কিনা এবং এভাবে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে কিনা।

উপাচার্য পদে সৃষ্ট সাময়িক শূন্যতা পূরণে চ্যান্সেলর উপ-উপাচার্য অথবা অন্য কাউকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিয়োগ করতে পারেন। এতে সমস্যা হয়তো নেই। কিন্তু তিনমাস পর পূর্বের উপাচার্যের স্বাভাবিক মেয়াদ শেষ হলে বিধিসম্মতভাবে নিয়মিত ও স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ না করলে বা করা সম্ভব না হলে সমস্যা দেখা দেবে। সমস্যাটি জটিলতর হয়ে উঠতে পারে, কারণ বৎসরাধিককাল বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশন হতে পারছে না। আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পূর্বের উপাচার্য এই সংকট নিরসনে তেমন কিছু করতে পারেননি। আগামী তিন মাসের মধ্যে সিনেট অধিবেশনের সুযোগ না হলে নতুন উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া সংকট ও জটিলতার সম্মুখীন হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসনে এই জটিলতার প্রতি মুখ ফিরিয়ে রাখা যায় না। যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে এবং সর্বাগ্রে উদ্যোগ নিতে হবে সিনেট অধিবেশনের। এ ক্ষেত্রে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অপসারণে আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। নতুন উপাচার্য বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবেন বলে আমরা আশা করি। উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হোক এটা যেমন কাম্য হতে পারে না, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের অনুশাসন লংঘন না হয় নিয়মতান্ত্রিকতার স্বার্থে তার নিশ্চয়তা বিধানও একান্ত জরুরী।